দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

১১৫

জামালপুরে ১১ জন প্রাথমিক শিক্ষক বরখাস্ত

জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি গ্রহণ ।। বয়স কমিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

।। উৎপল কান্তি ধর।।

জামালপুর, ৬ই অক্টোবর।– জামালপুর সদর উপজেলার ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাল মাধ্যমিক সার্টিফিকেটের সাহায্যে ১৮/১৯ বছর ধরে শিক্ষকতা ও সরকারী বেতনভাতা গ্রহণ এবং কারচুপি করে বয়স সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারী কোষাগার থেকে পৌনে সাত লাখ টাকা আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন ঘটনা ফাঁস হয়েছে। বিভাগীয় ও দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্তে এই ঘটনা ধরা পড়ে। উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনায় ৫ জন প্রধান শিক্ষকসহ ১১ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। ২ জন শিক্ষক এ সংক্রান্ত অভিযোগে বর্তমানে কারাদন্ড ভোগ করছেন। বাদবাকী অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হয় তদন্ত, নয় মামলা চলছে। এ সমস্ত জালিয়াতি, কারচুপি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় শিক্ষা বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তার যোগাসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

যে সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হচ্ছে ঃ জামালপুর রেলওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাঙ্গলজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, উদয় শংকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শরিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাটচন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়, আটাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিঘুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ও বিয়রা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শিক্ষা বিভাগেরই কিছু কর্মকর্তা অভিযুক্ত শিক্ষকদের জাল সার্টিফিকেট সত্যায়িত এবং কারচুপি করে বয়স কমানোর কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছেন বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

জামালপুর রেলওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা জাহানারা বেগম এবং লাঙ্গলজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফজলুল জাহান সিদ্দিকী শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন যথাক্রমে ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালে। এরা দু'জনে '৯০–৯১ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন। বিভিন্ন অভিযোগের পর তদন্তক্রমে দেখা যায়, দু'জনেই জাল মাধ্যমিক সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশে এই দু'জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই ঘটনা তদন্ত করছে।

অপর ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বয়স সংক্রান্ত সরকারী রেকর্ড কারচুপি করে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা কয়েক মাস থেকে শুরু করে ১০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কেউ কেউ জাল শিক্ষাগত সার্টিফিকেটও দাখিল করেছেন। এই ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৪ জন সহকারী শিক্ষকের সবাই ইতিপূর্বে 'নন ম্যাট্রিক' শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার চাকরিতে ঢোকেন। কেউ কেউ চাকরিতে যোগদেন ১৯৪৪, ১৯৪৬ ও ১৯৫০ সালে। পরবর্তীতে এসব শিক্ষক প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক পাস করেন এবং কেউ কেউ জাল মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও দাখিল করেন। তদন্তে দেখা যায় যে, এই ৯ জনের সবারই পূর্বে রেকর্ডকৃত জন্মতারিখের সঙ্গে পরবর্তীতে খোলা সার্ভিস বই–এ রেকর্ডকৃত জন্ম তারিখে বিরাট ব্যবধান ও গরমিল রয়েছে। সুকৌশলে ও পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্ত কারচুপি করা হয়। বিয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ১৩–৫–১৯৫০ তারিখে যখন শিক্ষকতার চাকরিতে ঢোকেন, সে সময় দাখিলকৃত তার বয়স সংক্রান্ত সার্টিফিকেটে তার জন্ম তারিখ ছিল ১–৬–১৯১৮। পরবর্তীতে সার্ভিস বইয়ে কারচুপি করে জন্ম তারিখ করা হয় ১–৬–১৯২৮– অর্থাৎ পুরো ১০ বছর কমানো হয়। প্রকৃত জন্ম তারিখ অনুযায়ী ৫৭ বছরে তার অবসর গ্রহণের তারিখ ছিল ১–৬–১৯৭৫। তিনি সরকারী বেতনভাতা নিয়েছেন ৩০–১২–১৯৮৫ পর্যন্ত এবং এভাবে সরকারী রাজস্ব থেকে তিনি ৮৪ হাজার ৭শ' ৫২ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেন। তদন্তশেষে মামলায় ইসমাইল হোসেনকে কারচুপি করে সরকারী টাকা আত্মসাতের দায়ে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

শরিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ওসমান গনি জন্ম তারিখ সংক্রান্ত রেকর্ডে কারচুপি করে অবসরগ্রহণের সীমা ৫ বছর অবৈধভাবে বাড়িয়ে সরকারী রাজস্ব তহবিল থেকে ৪৯ হাজার ৯শ' ৬৫ টাকা অতিরিক্ত তোলেন। ওসমান গনিকেও কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। আটাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল হোসেন আকন্দ অনুরূপভাবে কারচুপি করে ৬১ হাজার ৫শ' ২৯ টাকা অতিরিক্ত তোলেন সরকারী কোষাগার থেকে। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার রায়ে উল্লিখিত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কায়েম উদ্দিন ১০ বছর বয়স কমিয়ে ৮৪ হাজার ৮শ' ৬৯ টাকা অতিরিক্ত তুলেছিলেন। তিনি বর্তমানে মৃত। উদয় শংকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বয়স কমিয়ে অতিরিক্ত ২৯ হাজার ১শ' ৮০ টাকা তোলেন সরকারী কোষাগার থেকে। তদন্তশেষে তিনি এ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছেন।

হাটচন্দ্রা ও আটাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক ও ওসমান গনি আকন্দের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪৫ হাজার ৪শ' ৭৮ টাকা এবং ২২ হাজার ৮শ' ৫৯ টাকা অতিরিক্ত তোলার দায়ে মামলা এখনও চলছে। দিঘুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান এবং বিয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুল জব্বার কারচুপি করে বয়স কমিয়ে অতিরিক্ত সরকারী টাকা তোলেননি। সে জন্য তাদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।